একক ৪৮ ❐ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ : প্রেক্ষাপট এবং ইতিহাসচর্চার ধারা

গঠন ঃ

৪৮.০ উদ্দেশ্য
৪৮.১ প্রস্তাবনা
৪৮.২ সিপাহী বিদ্রোহ
৪৮.৩ সিপাহী বিদ্রোহের তাৎপর্য
৪৮.৪ মূল্যায়ন
৪৮.৫ অনুশীলনী
৪৮.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- সিপাহী বিদ্রোহের কারণ
- সিপাহী বিদ্রোহের তাৎপর্য্য
- সিপাহী বিদ্রোহ কি নিছকই বিদ্রোহ নাকি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল।

৪৮.১ প্রস্তাবনা

ভারতীয় মননে ১৮৫৭'র বিদ্রোহ 'মহাবিদ্রোহ' নামে স্থান পেয়েছে। জীবনকে তুচ্ছ করে অগনিত পরিচয়হীন মানুষের শক্তিশালী ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে সামিল হওয়ার স্মৃতি আজও ভারতবাসীকে নাড়া দেয়। আত্মত্যাগ, বীরত্ব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চিরকালই সম্ভ্রম আদায় করেছে। তাই ১৮৫৭'র বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে দেশবাসীর এই শ্রদ্ধাভাব অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া, উপমহাদেশব্যাপী অভূতপূর্ব এই উথালপাথালের দ্বিতীয় কোনও নজিরও ভারতের পরবর্তীকালের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ঐ বছরের ঘটনাবলী ঐতিহাসিকদেরও অনেক ভাবিয়েছে ও এখনও ভাবায়। এটা জানা কথা যে, অতীত আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা আবেগ বর্জন করাটাই পছন্দ করেন। তাই তাদের মতামত সর্বসাধারণের স্মৃতির সাথে সবসময় খাপ খায় না—১৮৫৭'র বিদ্রোহের ঐতিহাসিক আলোচনাও এটা দেখিয়ে দেয়। আবার এটাও ঠিক যে, পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাএণের অভাবে অতীতের যথাযথ পুনর্গঠন সবসময় সম্ভব হয় না। তবে এই বিদ্রোহের সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব সম্ভবত নেই—উনিশ শতকেরক দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন সময় Narrative of Events (সংক্ষেপে) নামাঙ্কিত বিদ্রোহের

জেলাওয়ারি সরকারি বিবরণ বেরিয়েছিল। তবে, যদিও তা তথ্যনির্ভর বাস্তবসম্মত ইতিহাস লেখা গেল, একই ঘটনার একাধিক ব্যাখ্যা অনেক সময় তৈরি হয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের ৫েত্রেও এটা হয়েছে, অথচ ঠিক এই কারণেই এর আলোচনা প্রাণবন্ত ও কৌতুহলোদ্দীপক হয়ে উঠেছে।

৪৮.২ সিপাহী বিদ্রোহ

১১ই মে ১৮৫৭'র প্রত্যুষে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ একদল ভারতীয় সৈন্য (sepoy বা সিপাহী/সিপাই নামে যারা আমাদের কাছে পরিচিত) মীরাট থেকে যমুনা পেরিয়ে দিল্লি শহরে হাজির হয়ে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুল শাহ'র কাছে আর্জি জানায় কোম্পানির বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে। কোম্পানির পেনশনভোগী এই বৃদ্ধ নিমরাজী হ'তেই সেপাইরা তাঁকে শাহেনশাহ-এ-হিন্দুস্থান ঘোষণা করল। এইভাবে মহাবিদ্রোহের আনুষ্ঠানিক সূচনা হ'ল।

ইংরেজ প্রভুর বিরুদ্ধে এদেশীয় সৈন্যদের এটাই প্রথম বিদ্রোহ (mutiny) নয়। ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন যে, নানা কারণে সিপাইদের মদ্যে অনেক আগ থাকতেই অসন্তোষ বাড়ছিল। এটা ঠিক যে, কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে যোদ দিলে ভারতীয় সৈন্যদের জীবনে আর্থিক সুরাহা হয় এবং সমাজে সম্মানও বাড়ে কিন্তু এই অভিজ্ঞতা। সততই সুখকর ছিল না। একজন পদাতিক সৈন্য পেত মাত্র সাত টাকা মাসিক বেতন ও একজন সওয়ার বা অশ্বারোহী সৈন্য পেত মাসিক সাতাশ টাকা যা থেকে পোশাক-আশাক, নিজের খাবার, ঘোড়ার দানাপানির জন্য খরচ করার পর তার হাতে থাকত মাত্র কয়েক টাকা। পঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ অধিকারের পর আবার অতিরিক্ত ভাতা গেল কমে। তাছাড়া, ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় পদোন্নতির সুযোগ-সবিধা ছিল নিতান্তই কম। সবচেয়ে বড় কথা, উর্ধ্বতন ইংরেজদের জাতিবিদ্বেষী মনোভাব ও আচরণ সিপাইকে মনে করিয়ে দিত প্রতি পদক্ষেপে যেস সে হীন। এটা সমসাময়িক ইংরেজ লেখকেরাও মেনেছেন, যেমন T. R. Holmes বলেছেন : "Though he might give the signs of a military genius of Hyder, he knew he could never attain the pay of an English subaltern and that the rank which he might attain after 30 years of faithful service, would not protect him from the insolent dictation of an ensign fresh from England." অন্যদিকে, ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সৈন্যবাহিনীর সম্প্রসারণের সাতে সাথে 'কালাপানি' পেরোনোর বাধ্যবাধকতা, বিদেশবিভূঁইয়ে অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ, ক্যান্টনমেন্টে নানা জাত ও অঞ্চলের মানুষের সাথে মেলামেশার অসুবিধা ইত্যাদি কারণে এই বাহিনীর মেরুদণ্ডস্বরূপ রাজপুত ও ভূমিহার ব্রাহ্মণ সিপাইদের মধ্যে জাত খোয়ানোর আশঙ্কা বাড়ছিল। ক্যান্টনমেন্টগুলোতে ইউরোপীয় মিশনারীদের অবাধ যাতায়াত আবার ইতিমধ্যে এই গুজবও ছড়িয়েছিল যে, ইংরেজরা ভারতীয়দের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চায়। কোম্পানির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ করে মাদ্রাজী সৈন্যরা ১৮০৬'এ ; তারপর কোম্পানির প্রধান সৈন্যদর বেঙ্গাল আর্মি (Bengal Army) একাধিকবার—১৮১৪'তে জাভায়, ১৮৩৪'এ গোয়ালিয়রে, ১৮৩৯ থেকে ১৮৪২'র মধ্যে আফগাস্তিানে এবং বর্মায় ১৮২৮ ও ১৮৫২'তে বিদ্রোহ করে।

এই যখন পরিস্থিতি, তখন কোম্পানির দ্বারা প্রবর্তিত নতুন এনফিল্ড রাইফেলের (Enfield Rifel)

কার্তুজ ভারতীয়দের দিশেহারা করে দিয়ে মহাবিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ যোগালো। অধ্যাপক সুগত বোস ও অধ্যাপক আয়েষা জালালের ভাষায় : "The sepoys in the company's army were already suffering from a deep sense of social and economic unease when certain greased cartridges for the new Lee Enfield rifle supplied the immediate fuel to spark off result." সিপাইদের মধ্যে এই ধারণা তৈরি হ'ল যে, নতুন কার্তুজের গায়ে লাগানো চর্বি আসলে গরু ও শুয়োরের এবং তা ব্যবহার করতে বাধ্য করে ইংরেজরা তাদের ধর্মনাশের চেষ্টায় আছে। মীরাটিদের আগেই ১৮৫৭'র মার্চ মাসে বহরমপুরের ১৯'তম দেশীয় পদাতিকবাহিনীর (19th Native Infantry) সৈন্যরা এই কার্তুজ ব্যবহার করতে গররাজী হ'লে তাদের নিরস্ত্র ক'রে শাস্তি দেওয়া হয়। এরই ফলে ৩৪'তম নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির মঙ্গাল পাণ্ডে উর্ধ্বতন এক ইংরেজ অফিসারের ওপর গুলি চালালে তার ফাঁসি হয় ও তার সঙ্গীদের নিরস্ত্র করা হয়। ওউধ রেজিমেন্টের একই হাল হ'ল। সাথীদের এই অসম্মানই ১০'ই মে রাত্রিতে মীরাটের ১১'তম নেটিভ ক্যাভলরির সিপাইদের বিদ্রোহ করার মত চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে।

১৮৫৭'র মে মাসের এই বিদ্রোহ তাহলে বহুদিনের অবমাননাভোগ ও পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তবে, আগের ঘটনাগুলির সাথে এর পার্থক্য হ'ল এই যে, এর ছোঁয়াচে দ্রুত গোটা উপমহাদেশ জুড়ে দেখা দিল ব্যাপক হাঙ্গামা যাতে সামিল হ'ল কোম্পানির প্রায় আড়াই লক্ষ ভারতীয় সৈন্যের অর্ধেক। বাংলা প্রেসিডেন্সীর প্রায় প্রতিটা ক্যান্টনমেন্ট ও বোম্বাই'র বেশ কয়েকটা এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। কেবলমাত্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীকে শান্ত থাকতে দেখা যায়।

সিপাইদের সাথে সমাজের অন্যান্যরাও যোগ দিলে সিপাই বিদ্রোহ (Sepoy mutiny) পরিণত হ'ল এক ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানে (civil rebellion)। বিদ্রোহ সবচেয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে ইংরেজ দ্বারা সর্বশেষ অধিকৃত প্রদেশ অযোধ্যায়। এখানে নবাবের নামে তালুকদারদের (যাদের মধ্যে প্রায় একুশ হাজার জমিদারী হারিয়েছিল নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায়) সাথে যোগ দেয় চাষী ও কারিগর। উন্মত্ত জনতা আবালবৃদ্ধনিতা নির্বিশেষে ইংরেজ হত্যা করে ও লুঠতরাজ-ভাঙচুর চালায়। লক্ষ্ণৌতে বেগম হজরত মহল বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন। তাঁর পুত্র বিরজিস কাদিরকে নবাব ঘোষণা করে বিদ্রোহীরা নতুন শাসনব্যবস্থা চালু করল। বেরিলীতে মানুষ বরখাস্ত হওয়া রোহিলা শাসকদের এক উত্তরসূরী খান বাহাদুরকে নেতা মানে। ইংরেজদের পেনশনভোগী খান বাহাদুর প্রথমদিকে উৎসাহী না হ'লেও—এমনকি স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসকের কাছে আসন্ন বিদ্রোহের খবর পোঁছে দিলেও—তা অগ্রাহ্য হওয়ায় পরে মহা উৎসাহে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেন। বিহারে জগদীশপুরের সত্তর বছর বয়সী জমিদার কুঁয়র সিং সিপাইদের সাথে গে দেন। কোম্পানির জমি অধিগ্রহণ নীতির কারণে নিঃস্ব হওয়া এই জমিদারদেরও প্রথমে বিদ্রোহ করার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। কানপুরে বিদ্রোহীদের নেতা হলেন সর্বশেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজি রাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেব। বড়লাট ডালহৌসীর একত্ত্বই স্বত্ত্ববিলোপ নীতির আরেক শিকার ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ মহাবিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেত্রী। সপুত্রক এই রানীকে ইংরেজরা দত্তক নিতে বাধা দিলে ১৮৫৩'য় রাজ্য হারিয়ে তিনি তাদের প্রধান শত্রুতে পরিণত হলেন।

প্রতিটা অঞ্চলেই জনসাধারণকে দেখা যায় সিপাই ও বিদ্রোহী নেতাদের সাথে সামিল হতে। সাধারণ

মানুষ রাজন্যবর্গ ও অভিজাতদের তুলনায় ইংরেজ শাসনের বেশি বই কম শিকার হয়নি। নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার দরুন করভার বৃদ্ধি, করসংগ্রহের কড়াকড়ি, নিষ্কর জমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি চাষীকে দারুণ অসুবিধায় ফেলে। ক্রমশ মহাজন ও জমিদারের ঋণের জালে জড়িয়ে যাওয়া, নিজজমি থেকে উৎখাত হওয়া, ভাগচাষী বা মজুরে পরিণত হওয়া—উত্তরোত্তর এই হয়ে দাঁড়ায় চাষীর হাল। এটাই কারণ কেন ১৮৫৭'র বিদ্রোহী সিপাইরা ঐতিহাসিকদের কাছে 'উর্দ্দীধারী চাষী' ('peasant in uniform') আখ্যা পেয়েছে। আসলে কর্মক্ষেত্রে নানা অসুবিধার সাথে সাথে পরিবারের অর্থনৈতিক দুর্দশাও সিপাইকে বিপর্যস্ত করে। কারিগরদেরও অবস্থার অবনতি হয় ইংরেজ আমলে। দেশীয় শাসকেরা গদিচ্যুত হ'লে তারা একের পর এক পৃষ্ঠপোষক হারাতে থাকে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে কেম্পানি তাদের কাছ থেকে কম দামে জিনিস কিনে আর বিলিতি পন্যের আমদানি বাড়িয়ে কারিগরদের দারুণ অসুবিধায় ফেলে। কষ্ট সহ্য করেও ভারতীয় কারিগরেরা আপনাপন পেশায় কোনওমতে টিকে থাকার চেষ্টা করে কিংবা অহেতুক ভিড় বাড়ায় কৃষিক্ষেত্রে।

তীব্র উত্তেজনাপরিপূর্ণ, জনসমর্থনপুষ্ট ও ব্যাপকাকার এই মহাবিদ্রোহ—যা একসময় ইংরেজদের মনে ভয় ধরায় যে, পলাশীর যুদ্ধজয়ের ঠিক একশ বছর পরে তাদের রাজত্বের অবসান আসন্ন—তাও একদিন শেষ হ'ল। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ইংরেজ সামরিকবাহিনীর সাথে সিপাইদের শেষ অবধি পেরে ওঠা স্বভাবতই সম্ভব হয়নি। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, যোগাযোগের অভাব, কার্যকরী নেতৃত্বের অনুপস্থিতি এবং ভারতীয় সমাজেরই কয়েকটি শ্রেণীর কাছ থেকে সমর্থন না আসায় সিপাইরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। উত্তর ও মধ্য ভারত এবং পশ্চিমভারতের একটি অংশ ছাড়া উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই বিদ্রোহে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর অর্ধেক সিপাই বিদ্রোহে সামিল হয়নি মনে রাখতে হবে। অভিজাত নেতারা কয়েকবার পরিস্থিতি ও সুযোগ অনুযায়ী দল বদলায়। বাংলার ও বোম্বাই'র আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা এই বিদ্রোহকে মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়া মনে করে শঙ্কিত বোধ করে। তাছাড়া বাংলায় ইংরেজ সৈন্যদের উপস্থিতিও একটা কারণ কেন এখানে বিদ্রোহ অভ্যুতথানে পরিণত হ'তে পারেনি। মারাঠাদের বিদ্রোহে হায়দ্রাবাদের নিজাম সামিল না হওয়াচাই শ্রেয় মনে করেন। শিখ জমিদারদেহ বিরোধিতার কারণে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ব্যাপক হ'তে পারেনি। ইংরেজ আমলে সুবিধাপ্রাপ্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও দূরে সরে থাকে। তা' সত্ত্বেও ১৮৫৭'র গণ-অভ্যুত্থান প্রায় এক বছর অবধি চলে ; এমনকি ১৮৫৭'র জুলাই মাসে বড়লাট ক্যানিং'র বিদ্রোহ শেষের ঘোষণার পরেও কিছুদিন অবধি সিপাই ও সাধারণ মানুষ হাল ছাড়ে না। উল্লেখযোগ্য যে, এই বিদ্রোহ দমন করতে কোম্পানিকে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছিল।

৪৮.৩ সিপাহী বিদ্রোহের তাৎপর্য

১৯৫৭'র অভ্যুত্থানের ঘটনাবলী ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে জানা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু ততোধিক কঠিন এই বিদ্রোহের প্রকৃত সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। এই কাজই ঐতিহাসিকদের ব্যস্ত রেখেছে আর প্রায় দেড়শ বছর পরেও এ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে মতৈক্য হয়নি। এই বিদ্রোহ কি নিছকই এক সিপাহী

বিদ্রোহ নাকি প্রকৃতই এক গণবিদ্রোহ ? এই গণবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া চলে কি ? এটা ঘৃণ্য ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় জেহাদ নাকি এক ধর্মনিরপেক্ষ সংগ্রাম ? ইংরেজ উপনিবেশ রাজবিরোধী এক অভ্যুত্থান নাকি স্রেফ এদেশীয়দের মধ্যে বোঝাপড়ার এক অধ্যায় ? ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জমিদারদের সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া নাকি সমাজের নিচের তলার মানুষের আপন সংগ্রাম ? এমন একাধিক প্রশ্ন ঐতিহাসিকদের ভাবিয়েছে এবং আপনাপন বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তাঁরা চেষ্টা করেছেন তথ্য বিশ্লেষণ করে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে।

১৮৫৭'র পরে পরে এমনকি আরও বেশ কিছুকাল পরে অবধি সরকারি প্রতিবেদন ও সমসাময়িকদের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থকে নির্ভর করে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা যে ইতিহাস লেখেন তাতে 'সিপাই বিদ্রোহের' ধারণাটাই গুরুত্ব পায়। তাছাড়া, শাসকের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এই জাতীয় বই'এ—যেমন চার্লস বলের 'দি হিস্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি', দজন কে'র 'হিস্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান মিউটিটনি অফ এইটিন ফিফটিসেভেন ফিফটিএইচ' ও কর্নেল ম্যালেসনের 'দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি এফ এইটিন ফিফটিসেভেন' (Charles Ball. *The History of the Indian Mutiny,* 1858-9; John Kaye, *History of the Indian Mutiny of 1857-58,* 1897-98; Col. Malleson, *The Indian Mutiny of 1857,* 1912)—ভারতীয় সৈন্যদের আচরণকে আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা ও ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসের এক শিক্ষামূলক অধ্যায় হিসাবেই দেখা হয়। এই মতানুযায়ী কোম্পানির কয়েকটি ভুলের মাসুলস্বরূপ এই বিদ্রোহ ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতিকে সাময়িকভাবে ব্যাহত করে মাত্র। এই সময়ই জন্মায় 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' ('conspiracy theory'), যে তত্ত্ব অনুযায়ী এই বিদ্রোহের সংগঠক ক্ষমতাচ্যুত ভারতীয় অভিজাতরা।

বিশ শতকের প্রথম দিকে এক সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিদ্রোহের ব্যাখ্যা করনেল ভি. ভি. সভরকর (V. D. Savarkat, *The Volcano on the First War of Indian Independence,* 1909)। এই লেখকের মতে, ধর্মরক্ষা ও স্বরাজ হাসিল করার উদ্দেশ্যেই ভারতীয়রা নানা সাহেব ও মৌলবী অজিমুল্লাহর মতো মানুষের নেতৃত্বে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এই বই'এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল ভারতবাসীর মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা। অতএব 'চক্রান্তকারীরাও' পরিণত হ'ল দেশবাসীর 'নায়কে' ('heroes')।

১৯৫৭'য় প্রকাশিত হ'ল অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেসনের 'এইটিন ফিফটি সেভেন' (*Eighteen Fifty Seven)* ও অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'দি সিপয় মিউটিনি-এ্যান্ড দি রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন' *(The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857),* এবং ১৯৬১'তে তারাচাঁদের 'হিস্ট্রি অফ দি ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' *(The History of the Freedom Movement in India)*। ঈষৎ পার্থক্য সত্ত্বেও এই তিন লেখকের মূল বক্তব্য এক। সংক্ষেপে এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতার যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া যায় না ; সিপাইদের সাথে যোগ দেওয়া গুন্ডা-বদমাশ সহ সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার সুযোগ নিয়ে আপনাপন স্বার্থ হাসিল করা ; বিদ্রোহীদের জয় হ'লে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হ'ত। অধ্যাপক সেনের মতে, বিদ্রোহীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার

(যা একটি আধুনিক আদর্শ) কোনও ধারণাই ছিল না : "The patriots of Oudh fought for their king and country but they were not champions of freedom, for they had no conception of individual liberty. On the contrary, they would, if they could, revive the old order and purpetuate everything it stood for..." অধ্যাপক মজুমদার মন্তব্য করেন যে, ১৮৫৭'র বিদ্রোহের মদ্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়নি বরং তা মৃতপ্রায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মরণকামড় মাত্র : "The miseries and bloodshed of 1857-58 were not the birth-pangs of a freedom movement in India, but the dying growns of an absolute aristocracy and centrifugal feudalism of the mediaval age." বলাবাহুল্য, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, গণতন্ত্র, সাংবিধানিক আন্দোলন পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে পশ্চিমী আদলে গড়ে ওঠা আধুনিক ভারতীয় ধারণাগুলির সাথে ১৮৫৭'র বিদ্রোহীদের ধ্যানধারনা ও কার্যকলাপ খাপ খায় না বলেই এই ধরনের ইতিহাস রচনায় তারা হয়ে পড়ে মধ্যযুগীয় ও পশ্চাতমুখী। সম্প্রতি এক ঐতিহাসিক এমনই মন্তব্য করেছেন : "The Indian writings on 1857 were produced within the sider framework of nationalist discourse which, while granting the people their ability to fight for freedom, was equally eager to dismiss all actions that did not fit into the linear progression of nationanalist politics."

অথচ একই বছরে প্রকাশিক অধ্যাপক শশীভূষণ চৌধুরীর 'সিভিল রেবোলিয়ন ইন দি ইন্ডিয়ান মিউটিনিজ'র (*Civil Rebellion in the Indian Mutinies, 1857-58)* বক্তব্য অন্য ধরনের। যেখানে তাঁর সমসাময়িকেরা জোর দেন শহরাঞ্চলে সিপাইদের বিদ্রোহের ওপর, সেখানে তিনি সবিস্তারে আলোচনা করলেন বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের। তা করতে গিয়ে অধ্যাপক চৌধুরী পৌঁছলেন বিপরীত এক সিদ্ধান্তে ; তাঁর মতে, ইংরেজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সিপাইদের অসন্তোষের সঙ্গো অভিজাতদের অভিযোগ ও জনসাধারণের দুরবস্থাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ এইসব মিলেমিশে গিয়েই ঘটিয়েছিল ১৮৫৭'র অভূতপূর্ব উপমদাদেশব্যাপী গণ-অভ্যুত্থান। আর তা যদি হয়, তাহলে এই বিদ্রোহকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একজাতীয় সংগ্রাম হিসাবে ভাবতে বাধা কোথায়? অধ্যাপক চৌধুরীর ভাষায় : "The grievances under which the population laboured, the hatred of the British amongst the higher classes, the restiveness of the agrarian classes as manifested in the disturbances of the earlier period, and not any single cause, singly considered—must be regarded as the true source of revolt." সমসাময়িক এক মার্কিন ঐতিহাসিকেরও একই মত।

১৮৫৭'র বিদ্রোহের ইতিহাস রচনায় নতুন দিকনির্দেশ করলেন ইংরেজ ঐতিহাসিক এরিক স্টোকাস 'দি পেজন্ট এ্যান্ড দি রাজ' (*The peasant and the Raj. Studies in Agrarian Society and peasant Revolt in colonial India)* গ্রন্থে। এই বিদ্রোহকে তিনি ইংরেজ দ্বারা ভরতজয় পরবর্তীকালের অনিবার্য লক্ষণ ('Post-pacification revolt') বলে দাবী করলেন। তাঁর মতে, বিদেশী শাসনের প্রতিষ্ঠা পর্বে প্রাচীন সমাজের প্রতিরোধ ('primary resistance') ও পরবর্তীকালের অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাংবিধানিক আন্দোলনের ('secondary resistance') এটা মধ্যবর্তী এক পর্ব। অধ্যাপক স্টোকসের মতে, প্রাচীন ব্যবস্থার অবসান ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্থাপনার সংযোগকালে যখন নতুন ব্যবস্থার প্রভাব পড়তে

আরম্ভ করে তখন তার বিরুদ্ধে এই ধরনের ব্যাপক প্রক্রিয়া অস্বভাবিক নয়। তবে, এই মতানুযায়ী শাসকবিরোধী এই বিদ্রোহে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সামিল হয় বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাগতিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই ; কেবল বিদেশী শাসকের প্রতি সর্বজনীন বিদ্বেষ ধর্মীয় অনুশাসনের রূপে তাদের এককাট্টা করে। তাঁর ভাষায় : "[The] formal power superstructure having been wholly or partially dismantled at pacification, colonial rule engages society more directly and evokes in consequence a more widesperad reaction should a revolutionary conjuncture occur. But the reaction will be a really of heterogeneous elements, reflecting compartmentalism and uneven development, and held together loosely by anti-foreign sentiment expressed in the form of religious ideology." অধ্যাপক স্টোকস বলেন যে, নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারেরাই এই সময় বিদ্রোহী নায়কে পরিণত হয়েছিল—অর্থাৎ, ক্ষুদ্র জাগতিক স্বার্থ রক্ষা করতেই তারা এই সময় তৎপর হয়েছিল। তাই যে জমিদারদের স্বার্থে ঘা লাগেনি এবং যারা লাভবান হয়েছিল তারা বিদ্রোহ তো করেইনি বরং সমর্থন যোগায় বিদেশী শাসলককে। অধ্যাপক স্টোকস তাহলে অধ্যাপক চৌধুরীর মতো গণ-অভ্যুত্থানকে (civil rebellion) গুরুত্ব দিলেও বিদ্রোহীদের মধ্যে মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পান না। বরং তাঁর মতে, বিভিন্ন এলাকার মানুষ অন্ধের মতো তাদের প্রভুদের রণক্ষেত্রে অনুসরণ করে। ("played little part in the fight or atmost followed the behests of its caste superiors")।

একই বিশ্লেষণী ধারার লেখা—অর্থাৎ ইংরেজ আমলের নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিদ্রোহের কারণ খোঁজা ও একইভাবে বিদ্রোহের প্রকৃতি বোঝা—'অবধ ইন রিভোল্ট'র লেখক অধ্যাপক রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত কিন্তু অন্য ধরনের। তাঁর মতে, বিভিন্নভাবে হ'লেও অযোধ্যার তালুকদারেরা ও তাদের চাষী-প্রজারা উভয়ই ইংরেজ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার শিকার হয়। আর যেহেতু প্রাচীন ব্যবস্থার ভাঙ্গান উভয়ের জন্য সর্বনাশ ডেকেছিল সেহেতু তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শ্রেণীবিরোধ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজ শত্রুর ('common enemy') মোকাবিলা করা। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় : "In fact the imposition of British rule and the subsequent policies caused an upheaval in the rural world. The Raj assaulted the traditional view of social norms and obligations, the realm of mutual interdependecne between the raja and the peasant that constituted the moral economy. In the revolt of 1857, in the uprising of the entire agrarian population, this moral eco, the world of paternalism and beneficience, reasserted itself. Together the talukdar and peasant resisted intervention in their cherished world."

১৮৫৭'র বিদ্রোহের ইতিহাস লেখার ইতিহাস (historiography) আরেকবার মোড় ঘুরলো অধ্যাপক গৌতম ভদ্র'র প্রবন্ধ 'ফোর রেবেলস অফ এইটিন ফিফটি সেফেন'এ ('Four Rebels of Eighteen fifty sevel')। 'নিম্নবর্গীয়' (subaltern) দৃষ্টিভঙ্গীর এই ঐতিহাসিক দাবী করলেন যে, এযাবৎকাল এই বিদ্রোহের যাবতীয় রচনা এলিটিয় (elitist) দৃষ্টিভঙ্গীপুষ্ট। তাঁর মতে, যে ভাবেই এই ঘটনার চরিত্রায়ন (characterisation) হোক না কেন তা' একপেশে হতে বাধ্য কারণ তা' থেকে বাদ

পড়েছে সাধারণ মানুষের ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন। তাঁর ভাষায় : "There is a curious complicity between all the principal modes of historiography which have engaged so in the study of the rebellion of 1857....In all these representations what has been missed out is the ordinary rebel, *his* orle and *his* perception of alien rule and contemporary crises." তিনি ১৮৫৭'র বিদ্রোহের চারটি অনামী-নামী চরিত্র—জাঠ চাষী শহ মল, ক্ষুদ্র জমিদার দেবী সিং, আদিবাসী কোল যুবক গোনু ও মৌলবী আহমদুল্লাহ খান—উপস্থিত করে দেখান যে, বিদ্রোহের মুহূর্তে স্বকীয় চেতনাসম্পন্ন সাধারণ মানুষও নিজ নিজ জগতে কতদুর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে সমাজের ওপরতলার মানুষের প্রভাব ও নির্দেশনা ছাড়াই : "...such leaders far from being incidental, [were] indeed an integral part of popular insurgency. They asserted themselves through the act of insurgency and took the initiative hitherto denied to them by the dominant classes; and in doing so they put their stamp on the course of the rebellin..." এই মতানুযায়ী তাহলে সাধারণ মানুষের নিজ ভূমিকাকে বাদ দিয়ে ১৮৫৭'র বিদ্রোহের কোনও বর্ণনাই সম্পূর্ণ হয় না; আর জনসাধারণ কেবল নেতাদের অনুসরণ করেনি, অগণিত ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই হয়ে উঠেছিল নেতা।

একইভাবে অধ্যাপক তাপ্তী রায় দেখিয়েছেন, বুন্দেলখণ্ডে স্থানীয় সিপাইরা, রাজারা, ঠাকুরেরা ও জনসাধারণ ১৮৫৭'য় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও ধ্যানধারণা অনুযায়ী এবং আপনাপন পদ্ধতিতে সচেতনভাবে ঔপনিবেশিক ইমারৎ ভেঙ্গে বিকল্প ব্যবস্থা স্থাপেন সচেষ্ট হয়। যেহেতু জোর পড়েছে বিভিন্ন স্তরের বিদ্রোহীদের বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপের ওপর সেহেতু বর্ণনা হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য। সম্প্রতি একাধিক প্রবন্ধে (যেমন, 'The Sepoy Mutinies Revisited') অধ্যাপক রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায় একইভাবে সিপাইদের কার্যকলাপের 'ইতিবাচক' বৈশিষ্ট্যের ওপর দৃষ্টিপাত করেছেন। ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ'র 'পেজেন্ট ইনসারজেন্সী ইন কলোনিয়ন ইন্ডিয়া' (*Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,* New Delhi, 1983) ও সাধারণভাবে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচিন্তা ও শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত এই ঐতিহাসিক সিপাইদের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন সাংগঠিক শক্তি, সচেতনতা যা তাদের সাহায্য করে শত্রুমিত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে ও সহজাত দৃঢ়তা যার বলে ঘৃন্য ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রতি তারা কঠিন আঘাত হেনেছে। ইংরেজ আমলে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অবক্ষয় ও সঙ্কট চাষীদের মতো সৈন্যদলেরও যোগায় সাহস।

৪৮.৪ মূল্যায়ন

১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহ তাহলে ভারতীয় ইতিহাসের এক জটিল অধ্যায়, যার ওপর কোনও একটি 'লেবেল' (label) আরোপ করার অর্থ সরলীকরণ। 'জাতীয়' অভ্যুত্থান বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা' হয়ত এই বিদ্রোহই ছিল না কারণ উপমহাদেশে তখনও এই অর্থে ভারতীয় জাতিগঠন হয়নি। তবে এটাও ঠিক যে, বিদ্রোহীদের মধ্যে স্বদেশ-চেতনা ও স্বদেশভক্তির অভাব ছিল না কারণ তা' না থাকলে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ এই অভ্যুত্থানে সামিল হ'ত না।

অধ্যাপক সুগত বোস ও অধ্যাপক আয়েষা জালালের মন্তব্য : "The 1857 revolt was infused with an incohate sense of patriotism, if not nationalism, to the extent that it had a shred objective of putting an end of colonial rule." বস্তুত, যে কারণেই বিভিন্ন শ্রেণী এই বিদ্রোহে যোগ দিক না কেন, সকলেরই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফিরিঙ্গীদের দেশছাড়া করানো। দ্বিতীয়ত, এই বিদ্রোহ কি ভারতীয় সমাজের একাংশের ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় জেহাদ? প্রশ্নটা তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এই লেবেল আরোপ করে অনেক সময় এর গুরুত্ব হ্রাসের চেষ্টা হয়েছে। এই মতের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা সমসাময়িক ইংরেজ কর্মচারীরা। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ১৮৫৭'র অভ্যুত্থান আসলে বিক্ষুব্ধ মুসলমান অভিজাতদের ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। লক্ষ্যণীয় যে, উনিশ শতকের শেষদিকে সৈয়দ আহমেদ খাঁ'র মতো আধুনিক মুসলমানেরা এই মতের বিরোধিতা করে ইংরেজ প্রশাসনের কাছে আনুগত্য প্রমাণের চেষ্টা করলেও ১৯৪৭'র পরে আই. এইচ. ক্যুরেশী ও সৈয়দ মৈনুল হকের মতো একাধিক মুসলমান বুদ্ধিজীবী এই বিদ্রোহকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা প্রমাণ করতে গিয়ে আরেকবার মুসলমান বিদ্রোহীদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে বসেন। কোনও সন্দেহ নেই ১৮৫৭'র বিদ্রোহে ধর্মের এক বিশেষ স্থান ছিল, ধর্ম পেয়েছিল একটা বিশেষ মাত্রা। এটা ঠিক যে, অসংখ্য মুসলমান অভিজাত, গাজি, জমিদার প্রভৃতি বিদ্রোহ করতে গিয়ে ধর্মের দোহাই পাড়ে। আবার এটাও ঠিক যে, নিজেদের সমাজের মধ্যে থেকেই এর বিরোধিতা আসে : অযোধ্যায় শিয়া শাসকের প্রত্যাবর্তন সুন্নিদের পছন্দসই হয়নি, আবার, সাফল্য অনিশ্চত জেনেও অনেকে জেহাদ ঘোষণা করতেই চায়নি। মোটের ওপর আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ১৮৫৭'র বিদ্রোহীদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সংহতি মেনে নিয়েছেন; একাধিক ঘোষণাপত্রে (proclamation) হিন্দু ও মুসলমান, দুই গোষ্ঠীর মানুষকেই ধর্মের নামে বিদ্রোহে ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল হ'তে আহ্বান করা হয়। সম্প্রতি অধ্যাপক রজতকান্ত রায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, ঘোষণাপত্রে 'হিন্দুস্তানের হিন্দু ও মুসলমান' শব্দাবলীর মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহীরা নিজেদের সংহতি শুধু নয় অভূতপূর্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ স্থাপন করতে চায়। তাঁর ভাষায় : "....the term 'the Hindus and Musalmans of Hindustan' ....was not used in the loose sense of common parlanced,e indicating the two major communities of the subcontinent, but was on the contrary a sort of constructed political term....". তৃতীয়, সাম্প্রতিক সব ঐতিহাসিকই মেনে নিয়েচন যে, কৃষি অসন্তোষ ও কৃষক বিদ্রোহ ১৮৫৭'র অন্যতম প্রধান দিক। এই দিকটা উপেক্ষা করে সমসাময়িক ইংরেজ কর্মচারী ও লেখকেরা নিজেদের মনোবল বাড়াবার অহেতুক চেষ্টা করে মাত্র। অধ্যাপক সেন ও অধ্যাপক মজুমদার এই সিদ্ধান্তে আসতে গিয়ে কৃষক বিদ্রোহ-সংক্রান্ত তথ্যগুলোই এড়িয়ে গেছেন মনে রাখতে হবে। তবে কৃষি-অভ্যুত্থানে একাধিক স্তর ছিল এটাও অস্বীকার করা যায় না। তালুকদার, জমিদার, স্বত্তাধিকারী চাষী, ভাগচাষী, আদিবাসী সকলেই এই বিদ্রোহে সামিল হয়, তবে বিভিন্ন কারণে। অধ্যপক স্টোকসের সিদ্ধান্ত-জনসাধারণ সমাজের শিলোমণিদের অনুসরণ করে মাত্র-কিছুদুর যেমন ঠিক, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের অযোধ্যার কৃষি-সমাজের সংহতির বিবরণ, আবার তেমনই

ঠিক অধ্যাপক ভদ্র ও অধ্যাপক রায়ের দাবী যে, সমাজের নিচের তলার মানুষ প্রায়শই বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

বিদ্রোহের অভূতপূর্ব ব্যাপ্তি ও তীব্রতা, অসংখ্য জটিলতা, অসাধরণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগ, প্রচণ্ড হিংসা ও উত্তেজনা, সবশেষে ব্যর্থতা ও হতাশা—সব মিলিয়ে ১৮৫৭'র ঘটনাবলী আজও আমাদের নজর কাড়ে। তাই অধ্যাপক স্টোকসকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে, এই বিদ্রোহ আজও এদেশের মানুষের মনে দৃঢ়মূল হয়ে থেকে গেছে : "To India 1857 bequeathed a more living and enduring presence."

৪৮.৫ অনুশীলনী

বিশদ উত্তরের প্রশ্ন :

১। ১৮৫৭'র বিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' গণ্য করা যায় কি ?

২। ১৮৫৭'র বিদ্রোহ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতামত আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের কারণগুলি কি ?

২। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে লিখুন।

৩। ১৮৫৭'র সিপাই বিদ্রোহ কবে আরম্ভ হয় ?

৪। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের কয়েকজন নেতার নাম করুন।

৫। স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবর্তক কে ?

৬। ১৮৫৭'র বিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ' কে প্রথম বলেন ?

৭। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের 'নিম্নবর্গীয়' দৃষ্টিভঙ্গীর ঐতিহাসিকদের নাম করুন।

৪৮.৬ গ্রন্থপঞ্জী

1. Sugata Bose and Ayesha Jalat, *Modern South Asia History, Culture, Political Economy,* Delhi, 1999.
2. Gautam Bhadra, 'Four Rebels of Eighteen-Fifty-Seven' in Ranjit Guha and Gayatri Chakraborty Spivok (eds.), *Selected Subaltern Sutides.* New York and Oxford, 1988.
3. Rudrangshu Mukherjee, *Awadh in Revolt : A study of popular Resistance,* Delhi, 1984.
4. Eric Stokes, *The Peasant and the Raj : Studies in Agrarian Society and Peasant Rebellion in Colonial India.* London, 1978.